

ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়ন

বর্তমানে সে সকল শিক্ষক মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজি বিষয়ে পাঠদানে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন, তারা সবাই ছাত্রজীবনে ইংরেজি Grammar ও Translation ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে ভালভাবেই শেখার সুযোগ পেয়েছেন। কারণ সে সময় ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে Grammar ও Translation কে প্রাধান্য দিয়ে Syllabus প্রণীত হতো। তাই তারা ইংরেজি ভাষায় পাঠদানে মোটামুটি দক্ষ। ইংরেজি ভাষা শিখতে হলে Grammarকে বাদ দিয়ে কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়, একথা অনস্বীকার্য।

১৯৯৯/২০০০ সাল থেকে ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি বিষয়ের জন্য যে Syllabus প্রণীত হয়েছে, তাতে Basic Grammar এবং Translation-এর অনুশীলনকে গুরুত্ব না দিয়ে Grammarকে ১ম ও ২য় উভয় পত্রের জন্যই (২০+২০)=মোট ৪০ নম্বরের শূন্যস্থান পূরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ওই বিষয়গুলো সরাসরি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে থাকছে না। তাই, শিক্ষার্থীরা উপরোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য সময় ব্যয় না করে বাজার থেকে কেনা এক ধরনের পুস্তক থেকে শুধু পরীক্ষায় Common পড়বে- এই আশায় Comprehension Practise করে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে Essay, application, Paragraph ইত্যাদি মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশের জন্য সচেষ্ট হচ্ছে। এতে করে পরীক্ষায় হয়তোবা বেশি নম্বর পাচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি ভাষা আদৌ শিখতে পারছে না। আর Translation-এর জন্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে কোন নম্বর বরাদ্দ না থাকায় শিক্ষার্থীরা তা মোটেই অনুশীলন করছে না। অথচ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কিংবা চাকরির ইন্টারভিউতে Translation ঘরাই একজন প্রার্থীর মেধা যাচাই করা হয়ে থাকে।

বাস্তবিক পক্ষে, গত সরকারের আমলে মাধ্যমিক পর্যায়ে Basic Grammar ও Translationকে Syllabus থেকে রাদ দেয়ার পদক্ষেপটি ছিল একটি অবাস্তব ও ভুল সিদ্ধান্ত। এতে করে ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য ছয়টি বিভাগীয় শহরে ছয়টি ইংরেজি ভাষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতার আলোকে Syllabus-এ Basic Grammar ও Translation কে বাদ রেখে বিভাগীয় শহরে উচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদেরকে উচ্চ বেতনে ভাষাভিত্তিক গবেষণার পদে চাকরিতে বহাল করে বছরের পর বছর গবেষণা করে গেলেও শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় ছাড়া আদৌ কোন সুফল ফলবে কি? আর বাস্তবতার নিরিখে এ ধরনের গবেষণার কোন প্রয়োজন আছে কি?

শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ইংরেজি শিক্ষার মান দিনদিন নিম্নগামী হচ্ছে। ভাবতে খুবই খারাপ লাগে, বর্তমানে যে শিক্ষকগণ শিক্ষকতা করছেন তাদের অবসর গ্রহণের পর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভাল তো দূরের কথা ইংরেজি পাঠদানে সক্ষম কোন শিক্ষকই পাওয়া যাবে না। কারণ যেসব ছাত্রছাত্রী শুধুমাত্র বাস্তববিরুদ্ধিত Syllabus-এর কারণে Basic Grammar ও Translation শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের মধ্য থেকে ইংরেজি বিষয়ের ওপর দক্ষ শিক্ষক কিভাবে হবে? শোনা যাচ্ছে বর্তমান সরকার ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য ছয়টি বিভাগীয় শহরে ছয়টি ইংরেজি ভাষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতার আলোকে Syllabus-এ Basic Grammar ও Translation কে বাদ রেখে বিভাগীয় শহরে উচ্চ ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদেরকে উচ্চ বেতনে ভাষাভিত্তিক গবেষণার পদে চাকরিতে বহাল করে বছরের পর বছর গবেষণা করে গেলেও শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় ছাড়া আদৌ কোন সুফল ফলবে কি? আর বাস্তবতার নিরিখে এ ধরনের গবেষণার কোন প্রয়োজন আছে কি?

যদি সত্যিকার অর্থে ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানোর সদিচ্ছা থাকে তাহলে মাধ্যমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত Syllabus-এ ইংরেজি বিষয়ের জন্য প্রত্যেক শ্রেণীতে মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে ১ম বা ২য় পত্রের যেকোন একটিতে Basic Grammar ও Translation-এর অনুশীলনকে উৎসাহিত করার জন্য যথাক্রমে কমপক্ষে (২০+১০)=৩০টি নম্বর বরাদ্দ করা আবশ্যিক। অন্যথায় ইংরেজি শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়।

বিষয়টির প্রতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষানুরাগী সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মো. আলমগীর খান
ইংরেজি শিক্ষক
বহরী উচ্চ বিদ্যালয়,
মতলব, চাঁদপুর।